13

তারিখ ...0 9 JUL ... 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দৈনিক সংবাদ

...ণাঞ্চলের ৬টি জেলার ১ লাখ ৭৭ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

...লী, ৮ই জুলাই (নিজস্ব ...দাতা)।–দারিদ্র্যতা, শিক্ষার প্রতি ...তনতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ ...না কারণে দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ১ ...খ ৭৭ হাজার ৪শ' ৭৪টি শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি না হয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক জরিপে জানা যায়, এ বিভাগের ৬টি জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা হচ্ছে ১৩ লাখ ২৫ হাজার ১শ' ২৭টি। গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তন্মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ১১ লাখ ৪৮ হাজার ২শ' ২৩টি। বাকি ১ লাখ ৭৭ হাজার ৪শ' ৭৪টি বিদ্যালয়ে আদৌ ভর্তি হয়নি। জেলাগুলো হচ্ছে বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর। বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি এ ধরনের শিশুর সংখ্যা পটুয়াখালী জেলায় ১৮ হাজার ১শ' ৪টি। বরিশালে ৬২ হাজার ২শ' ৫৬টি, ভোলায় ৫৩ হাজার ২শ' ২১টি, বরগুনায় ৯ হাজার ৬শ' ২২টি, ঝালকাঠিতে ১ হাজার ৮শ' ৮৫টি এবং পিরোজপুরে ৩২ হাজার ৩শ' ৭৬টি।

জরিপ তথ্যে বিদ্যালয়ে এসকল শিশু ভর্তি না হবার কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে– অভিভাবকদের আর্থিক দৈন্যতা, নিরক্ষর অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি অসচেতনতা, বিভিন্ন এলাকায় অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পুষ্টিহীনতাসহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে রোগাক্রান্ত শিশু। দক্ষিণাঞ্চলের উল্লেখিত জেলাগুলোর অধিকাংশই চরবেষ্টিত দুর্গম এলাকা। যোগাযোগ ব্যবস্থাও সেকেলের। গ্রাম-গঞ্জে এখনও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে না উঠার কারণে শিশুরা খাল-বিল নালার ওপর নির্মিত বাঁশের সাঁকো এবং কাঠের তৈরি জরাজীর্ণ পুল পার হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে চায় না।

চরবেষ্টিত দুর্গম জেলাগুলোর ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। সাগর এবং নদীর তীরবর্তী লোকদের জাল আর নৌকাই হচ্ছে তাদের জীবন ধারণের প্রধান সম্বল। মাছ শিকার ও মাছ ব্যবসাই তাদের পেশা। শিক্ষার প্রতি এদের এতটুকু আগ্রহ নেই। এ সকল পরিবারের শিশুদের ৬ বছর বয়স হতে না হতেই মাছ শিকারের জন্য নৌকায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিশেষ করে পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা জেলার সাগর ও নদীর তীরবর্তী একটি শিশু জাল টেনে বাগদা ও গলদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে দৈনিক ১শ' টাকা থেকে ১শ' ৫০ টাকা উপার্জন করে। ফলে ঐ অভিভাবক তার শিশুকে আর স্কুলে পাঠায় না। প্রত্যন্ত এলাকায় গরিব পরিবারের শিশুরা অধিকাংশই পুষ্টিহীনতায় ভুগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে রোগাক্রান্ত শিশুরা দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার কারণে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির আওতায় ৬টি জেলার ৮৭টি ইউনিয়নে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ লাখ ২০ হাজার ৪শ' ২৩টি শিশু এবং ১ লাখ ৮৮ হাজার ৮শ' ৯৭টি পরিবার সুবিধা ভোগ করেছে। খাদ্য কর্মসূচির বিদ্যালয়গুলোতে গমের আশায় ভর্তির হার শতকরা ৯৩ ভাগ থাকলেও উপস্থিতির হার গড়ে শতকরা ৭৫ ভাগের নিচে। এমন অনেক এলাকার শিশু রয়েছে যারা বিদ্যালয়ে নাম রেখে গম নেয় আবার অন্যদিকে শ্রম বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে থাকে। অবশ্য এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কাগজপত্র পাকা-পাকির ব্যবস্থা করে থাকে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকরা লেখাপড়ার চেয়ে গমের তালিকা তৈরি ও বিতরণের কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকে। ফলে শিশুদের পাঠদান ব্যাহত হয়। গম বিতরণের দায়িত্ব বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির ওপর ন্যস্ত থাকলেও কমিটি শিক্ষকদের দ্বারাই কাজটি করিয়ে নেয়।